দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষার ৫ দিন আগে প্রশ্নপত্রের পুরো সেট চলে যায় মীরসরাই ॥ একই চক্র ফাঁস করেছিল গত বছরও

মোয়াজ্জেমুল হক, *চট্টগ্রাম অফিস*

এসএসসি প্রশ্নপত্রের পুরো সেট পরীক্ষার ঠিক ৫ দিন আগে মীরসরাইয়ে চলে এসেছিল। মীরসরাইয়ের বারৈয়ারহাট ছিল প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ফটোস্ট্যাটের মাধ্যমে বিক্রির মূল কেন্দ্র। পরবর্তীতে তা আবু তোরাববাজার ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সয়লাব হয়ে যায়। গত বছরও মীরসরাইয়ে ফাঁস হয় এসএসসি প্রশ্নপত্র।

এদিকে এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত রিপোর্ট আগামীকাল রবিবার পেশ করা হচ্ছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিমের দু'টি দল চট্টগ্রাম ও ঢাকায় যুগপৎভাবে তদন্ত শেষে উদঘাটন করেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চাঞ্চল্যকর রহস্য। ঢাকা বিজি প্রেসের দুই কর্মচারী কামাল উদ্দিন ও আবু হাশেমের মাধ্যমে এসএসসি প্রশ্নের পুরো সেট চলে এসেছিল মীরসরাইয়ের সোনাপাহাড় প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল কাইয়ুম মাস্টারের হাতে। আবদুল কাইয়ুম তাঁর ২ পুত্র বেলাল ও শাহাদাৎকে নিয়ে চালিয়েছে প্রশ্নপত্র বিক্রির জমজমাট ব্যবসা। ৪ ফটোস্ট্যাট দোকান মালিক উপার্জন করেছে প্রচুর অর্থ। তদন্ত কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ কথা জানানো হয়।

সূত্র জানায়, আবদুল কাইয়ুম মাস্টার গত বছরের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস করেছিল একটি চক্রের সহায়তায়। গ্রেফতারকৃত বিজি প্রেস কর্মচারী কামাল উদ্দিন ও আবুল হাশেম কাইয়ুম মাস্টারের নিকট আত্মীয়। কামাল উদ্দিনের বাড়ি মীরসরাই ও আবুল হাশেমের বাড়ি ছাগলনাইয়ায়।

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

এসএসসি পরীক্ষার

(প্রথম পাতার পর)

কাইয়ুম মাস্টারের ছেলে বেলাল চাকরি করে মীরসরাই বারৈয়ারহাটের রাজীব ফার্মেসীতে। ফার্মেসী মালিক বাবুল কান্তি চৌধুরী। কাইয়ুম মাস্টারের ছেলে বেলাল এসএসসি পরীক্ষার ৫ দিন আগে ফার্মেসী মালিক বাবুল কান্তিকে ইংরেজী, বাংলা ও অঙ্ক প্রশ্ন হস্তান্তর করে। এ ঘটনাই হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রথম সূচনা।

সূত্র জানায়, কাইয়ুম মাস্টার গত বছরও যে প্রশ্ন ফাঁস করে তা করেছিল তার কন্যা জেবুন্নেসার জন্য। সে ঐ বছর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে স্টার মার্কসহ পাস করে। এ বছরের পরীক্ষার্থী তার আরেক কন্যা মাসুদা আখতার। সেও সব প্রশ্ন পেয়ে যায় পরীক্ষার আগে। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ কাইয়ুম মাস্টার ও তার ২ ছেলেকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। বারৈয়ারহাটের লোকজন স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিমের সদস্যদের জানিয়েছে গ্রেফতারকৃত বাবুল কান্তির হাত হয়ে প্রশ্নপত্র বারৈয়ারহাট ও আবু তোরাববাজার হয়ে চট্টগ্রামের সর্বত্র সয়লাব হয়ে যায়। ফটোস্ট্যাটের ৪টি দোকান করেছে রমরমা ব্যবসা। শুক্রবার চট্টগ্রাম সিআইডি দফতরে বাবুল কান্তি ছিল অসুস্থ। আজ শনিবার থেকে তাকে রিমান্ডে আনা হবে। এদিকে সীতাকুণ্ড পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে প্রবীর কুমর মিত্র নামে আরও একজনকে একই অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে এ পর্যন্ত মীরসরাইতে ২টি ও সিআইডি'র একটি মামলা হয়েছে। নির্দিষ্ট আরও কয়েকজন এখনও গ্রেফতার এড়িয়ে রয়েছে। ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসএস ওয়ান গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বে সিনিয়র এএসপি আজগর আলী ও সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের এএসপি কাদের খান তদন্ত দলে সদস্য হিসাবে চট্টগ্রামে তাঁদের তদন্ত চালান। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সর্বক্ষণিক তাদের সহায়তা করে।

সূত্র জানায়, মীরসরাই থানা প্রশাসন সজাগ হলে প্রশ্নপত্র সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ থাকত না। বারৈয়ারহাটকে কেন্দ্র করে প্রশ্নপত্রের রমরমা ব্যবসা চললেও প্রথম দু'দিন প্রশাসন ছিল নির্লিপ্ত। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন টিএনও আবু তাহেরসহ সংশ্লিষ্টদের ওপর ক্ষিপ্ত। জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিমকে যে সহযোগিতা করেছে তাতেই তদন্ত সফল হয় বলে সূত্র জানায়।